‘আমার স্বামীর মাথা কেটে ফুটবল খেলার আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে’

‘আমার স্বামীকে কুপিয়ে হত্যা করে তাঁর মাথা কাটে ফুটবল খেলেছিলো। সেই মামলার আসামিরা এখন দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কেউ জামিন নিয়ে বাইরে আইছে। যাদের ফাঁসির আদেশ হইছিলো তারা নাকি ক্ষমা পেয়েছে। আমার সন্তানদের এতিম করা আসামিরা এখন বুক ফুলায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এসব দেখতি হচ্ছে আমাগের। এ আবার কেমন বিচার। আমি আল্লার কাছে বিচার দিছি। সেই সব বিচার করবে।’ এমন ক্ষোভের কথা বলছিলেন ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের নিহত আলফাজ উদ্দিনের স্ত্রী সম্পতি নেছা|

সম্পতি নেছা জানান, জমি ও পূর্ব শত্রুতার জেরে কুলবাড়িয়াা গ্রামের পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য সার্জনের সাথে বিরোধ হয় তার স্বামী আলফাজের।

সেই শত্রুতার জেরে ১৯৯৯ সালের ৪ এপ্রিল রাতে পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টির আঞ্চলিক নেতা হানিফের নেতৃত্বে সার্জন, আব্দুল মালেক, শহিদুল ইসলাম ওরফে জেন শহিদুল, শের আলী, জুর আলী, বেল্টু ওরফে তোয়াসহ কয়েকজন আলফাজকে কুপিয়ে হত্যা করে। শুধু তাই নয় তাকে কুপিয়ে হত্যা করে দেহ থেকে মাথা ছিন্ন করে ফুটবল খেলে। সেই ঘটনায় আলফাজের বাবা আনজেল আলী বাদি হয়ে হানেফসহ অজ্ঞাত ১৫ থেকে ১৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

পুলিশ সেই মামলায় ৭ জনকে অভিযুক্ত করে ওই বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে চার্জশিট দাখিল করে| দীর্ঘ শুনানী শেষে ২০০১ সালের ২০ নভেম্বর আসামি সার্জন, হানিফ, শহিদুল ইসলাম ওরফে জেন, শের আলী, জুর আলী আব্দুল মালেক ও বেল্টু ওরফে তোয়াকে ফাঁসির আদেশ দেয়।

আসামি পক্ষ উচ্চ আদালতে আপিল করে। পরে নিহতের পরিবারে আবার শুরু হয় আদালতের বারান্দায় ছুটাছুটি। ২০০৪ সালে উচ্চ আদালত থেকে মামলায় আসামী সার্জন, হানেফ ও বেল্টুকে মৃত্যুদন্ড বহাল রাখে আর আসামী শহিদুল ইসলাম ওরফে জেন, শের আলী, জুর আলী ও আব্দুল মালেককে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করে।

তবে মৃত্যুদন্ডের আদেশ প্রাপ্ত সার্জন, হানেফ ও বেল্টুকে স্থানীয় সংসদ সদস্যর সুপারিশে সাধারণ ক্ষমা করেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি। এর মধ্যে হানেফ ২০২৫ সালে প্রতিপক্ষের গুলিতে দুই সহযোগীসহ নিহত হন।

নিহতের স্ত্রী সম্পতি নেছা অভিযোগ করে বলেন, ‘আমার স্বামীর হত্যায় সার্জনের মৃত্যুদন্ড দিলেও সে এখন জামিনে বের হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিভাবে একজন মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী জামিন পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমি সেটাই বুঝছি না। আর আসামি মালেক কিছুদিন জেল খেটে এলাকায় ফিরেছে। এখন নাকি আবার এলাকায় সংগঠিত হচ্ছে। আমার স্বামীকে মেরে এখন আবার আমার সন্তানকে হত্যা করতেও পারে তারা। আমরা তো সঠিক বিচার পেলাম না।’

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ জজ কোর্টের পিপি এসএম মশিয়ুর রহমান বলেন, ‘ঘটনাটি অত্যন্ত পরিতাপের। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে আবেদন করলে আমরা লিগ্যাল এইডের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান করব।

আলমডাঙ্গায় ছেলের দাফনের ১২ ঘণ্টার মাথায় মায়ের মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় ছেলের জানাজার ১২ ঘন্টা পর মায়ের মৃত্যু।পরিবারে শোকের ছায়া। বাদ আছর দারুস সালাম ঈদগাহ মাঠে নামাজের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রাত ৯ টার সময় আলমডাঙ্গার বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী মরহুম আব্দুল মান্নান মিয়ার মেজো ছেলে তোফাজ্জেল হোসেন তোতার নামাজের জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন হয়েছিলো। তোতা মিয়া দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে আমেরিকার মাউন্ট সাইনাস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৩১ অক্টোবর শুক্রবার মৃত্যু বরন করেন। গত মঙ্গলবার আমেরিকার নিউইয়র্ক থেকে সন্ধ্যায় আলমডাঙ্গায় প্রথমে নিজ বাড়ীতে লাশ নিয়ে আসলে তার আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীগণ একনজর দেখতে ছুটে আসে। এ সময় তার মাতা অসুস্থ ছিলেন।

সন্তানের শোকে স্তদ্ধ হয়ে যান।

এশার নামাজের পর দারুসসালাম ঈদগাঁহ মাঠে তোতার নামাজের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সন্তানের মৃত্যুর ১২ ঘন্টা পার না হতেই মাতা হাজী ফজিলাতুন্নেছা (৮৯) ইন্তেকাল করেন (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। মৃত্যু কালে ২ছেলে, ২মেয়ে, নাতী-নাতনি, আত্মীয় স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। গতকাল বাদ আছর আলমডাঙ্গা দারুস সালাম ঈদগাহ মাঠে জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানাজা শেষে দারুসসালাম কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

জানাজায় উপস্থিত ছিলেন, আলহাজ্ব আহমেদ আলী, আলহাজ্ব মোফাজ্জল হোসেন, আলহাজ্ব আব্দুর রহমান, আলহাজ্ব হারুনার রশিদ, সাবেক এডিশনাল আইজিপি আলহাজ্ব শহিদুল ইসলাম, আবুল কালাম আজাদ বেল্টু,ব্যাংকার আনছার আলী, রাজাবুল ইসলাম, আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলাম,ৎআলহাজ্ব মীর শফিকুল ইসলাম, সাংবাদিক হামিদুল ইসলাম আজম, জগলুল ইসলাম টপি, সরকারি স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইলিয়াস হোসেন, বনিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুন, আলহাজ্ব হারুনর রশীদ, আলহাজ্ব মুছা মিয়া, ফাস্টক্যাপিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি অধ্যাপক আব্দুল মজিদ, মোহনা বন্ধু সমিতির সদস্য শামসুজ্জোহা সাবু, আলহাজ্ব ডা আজিজুল হক সোমা, জামাল হোসেন, আব্দুল খালেক, ব্যাংকার মানোয়ার হোসেন, মাহমুদুল কাউনাইন, সহ বন্ধু সমিতির সকল সদস্য। সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান, হাজী আব্দুল খালেক, হাজী জনিরুদ্দিন, হাজী শফিউদ্দিন, আলী আকবর আকু, সহকারি অধ্যাপক আবু সাইদ কচি, মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ সালাউদ্দিন আহমেদ, সহকারি অধ্যাপক মিজানুর রহমান, সহকারি অধ্যাপক আসিফ জাহান, নজরুল ইসলাম, সাবেক কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম, সাবেক প্রধান শিক্ষক আমিনুল ইসলাম প্রমুখ। দোয়া পরিচালনা করেন, আলমডাঙ্গা কাচারি মসজিদের ইমাম মওলানা আলহাজ্ব আব্দুল কাদের।